মার্ক্সবাদ
ও
দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদ
DIALECTICAL MATERIALISM
BY
BIJAN CHATTERJEE
SALTORA NETAJI CENTENARY COLLEGE

INTRODUCTION

মার্কস-এর দার্শনিক ও রাজনৈতিক চিন্তার সামগ্রিক রূপটিকে দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদ বলা হয়। স্তালিন বলেছেন, দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদ হল 'মার্কসবাদী-লেনিনবাদী পার্টির বিশ্ব বীক্ষা' (world outlook)। একে দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদ বলা হয় এই কারণে যে, প্রকৃতির ঘটনাবলির প্রতি এর দৃষ্টিভঙ্গি, ওই ঘটনাবলিকে বিশ্লেষণ ও অনুধাবনের পদ্ধতি হল দ্বন্দ্বমূলক । দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদ অনুসারে -

ক) প্রকৃতি ও তার ঘটনাবলির মূল ভিত্তি হল বস্তু ।

(খ) আর দ্বন্দ্বমূলক পদ্ধতিতেই এই সত্য ব্যাখ্যা করা যায়।

দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদ ইংরেজি প্রতিশব্দ হল "DialecticAL Materialism"। ইংরেজি 'ডায়ালেটিকস্' কথাটি এসেছে গ্রিক শব্দ 'ডায়ালিগো' (Dialego) থেকে, যার অর্থ হল আলোচনা বা তর্ক করা। প্রতিপক্ষের বক্তব্যের অন্তর্নিহিত স্ববিরোধগুলিকে প্রকাশ করে প্রকৃত সত্যে উপনীত হওয়ার পদ্ধতিকেই অতীতে 'ডায়ালেকটিকস্ বলা হত। এই প্রাচীন পদ্ধতিকে আধুনিককালে যিনি প্রথম ব্যাপকভাবে প্রয়োগ করেন তিনি হলেন জার্মান দার্শনিক হেগেল (Hegel)। কিন্তু হেগেলের প্রধান ত্রুটি ছিল এই যে, তিনি এই দ্বান্দ্বিক বিকাশের পদ্ধতিকে প্রয়োগ করেছেন শুধুমাত্র ভাব (idea) বা চেতনার জগতে। মার্কসই প্রথম দ্বন্দ্ববাদের ভাববাদী খোলসকে বর্জন করে বস্তুবাদের ক্ষেত্রে একে প্রয়োগ করেন।

দ্বান্দ্বিক পদ্ধতির স্বরূপ

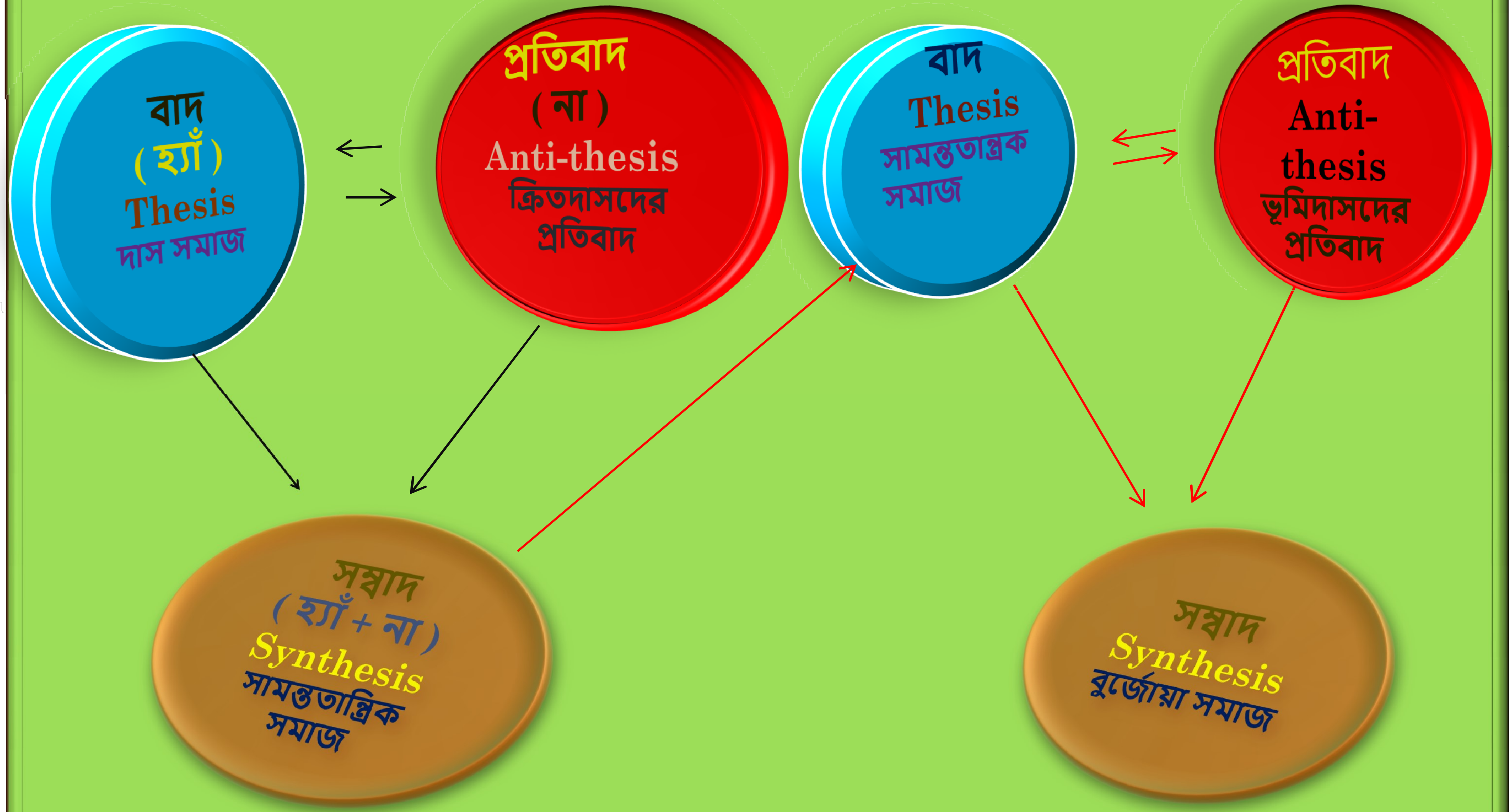

দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদের মূল বক্তব্য

(১) আমাদের এই জগৎ প্রকৃতিগতভাবে বস্তুময়। জগতের সকল বস্তুই গতিশীল অবস্থায় থাকে। এরা পরস্পর সম্পর্কযুক্ত এবং একে অপরের ওপর নির্ভরশীল। এই সম্পর্ক ও নির্ভরশীলতার নিয়ম মেনেই জগতের বিকাশ ঘটে। একে ব্যাখ্যা করতে কোনো অতিপ্রাকৃত 'সর্বশক্তিমান আধ্যাত্মশক্তির' প্রয়োজন হয় না।।

(২) বস্তুজগৎ মানুষের চিন্তার সৃষ্টি নয় বা কোনো অতীন্দ্রিয় শক্তির প্রকাশ নয়। এই বস্তুজগতের একটা স্বতন্ত্র অস্তিত্ব আছে এবং তার নিজস্ব নিয়ম আছে।

(৩) মার্কসীয় দ্বন্দ্বতত্ত্ব বস্তুজগতকে পরস্পরের সহিত সম্পর্কহীন, বিচ্ছিন্ন এবং স্বতন্ত্র ঘটনাবলির আকস্মিক সমাবেশ বলে বিবেচনা করে না । এই তত্ত্ব মনে করে যে বস্তুজগত অখন্ড এবং সামগ্রিক ভাবে সুসংহত ।

(৪) মার্কসীয় দ্বন্দ্বতত্ত্ব অনুসারে বস্তু বা বস্তুসত্তার অচেতন অংশ হল আদি এবং মন বা বস্তুসত্তার সচেতন অংশ তার পরবর্তী। অর্থাৎ বস্তুবাদী দর্শন অনুযায়ী বস্তু ই মুখ্য; মানুষের মন, চেতনা, অনুভূতি, কল্পনা প্রভৃতি গৌণ। এগুলি বস্তুকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠে এবং এগুলি বস্তুরই প্রতিফলন মাত্র। মানুষের সামাজিক অবস্থান তার চেতনাকে নির্ধারণ করে। চেতনা মানুষের সামাজিক অবস্থানকে নির্ধারণ করে না। মার্কস তার ' Political Economy '- র ভূমিকায় বলেছেন, " It is not consciousness of men that determine their social beings, but on contrary, it is their social beings that determine their consciousness ."

(৫) বস্তুবাদ বিশ্বাস করে যে, বিশ্বপ্রকৃতির কোনো কিছুই মানুষের অজ্ঞেয় নয়। জগৎ ও তার বিকাশের নিয়ম সম্পর্কে সমস্ত জ্ঞানই মানুষ আয়ত্ত করতে পারে।

(৬) দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদ অনুযায়ী বিশ্বজগতের কোনো কিছুই শ্বাশ্বত বা অপরিবর্তনীয় নয়। প্রতিটি বস্তু ই পরিবর্তনশীল। প্রকৃতিতে সব সময়ই পুরাতনের ধ্বংস হচ্ছে এবং নতুন বস্তুর জন্ম হচ্ছে। এই প্রসঙ্গে স্তালিন বলেছেন: "Nature is not a state of rest of immobility, stagnation and immutability, but a state of continuous renewal and development."

দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদের তিনটি প্রধান সূত্র

(ক) বৈপরীত্যের ঐক্য ও সংঘাতের তত্ত্ব (The law of unity and struggle of opposites)

বস্তুজগতের পরিবর্তন বা বিকাশ ঘটে কেন তার উত্তর পাওয়া যায় এই তত্ত্বের মাধ্যমে। এই তত্ত্ব অনুসারে জগতের প্রতিটি বস্তু বা ঘটনার মধ্যে পরস্পর বিরোধী ধর্ম বা দিক বর্তমান থাকে, যথা বস্তুর ইতিবাচক ও নেতিবাচক দিক, এর অতীত ও ভবিষ্যৎ, ক্ষয়িষ্ণু ও বর্ধিষ্ণু দিক। এই পরস্পর-বিরোধী ধর্ম বা শক্তিগুলি অবিরাম দ্বন্দুরত অবস্থায় থাকে। বস্তুর অন্তর্নিহিত পরস্পর বিরোধী শক্তির এই দ্বন্দ্বই বস্তুতে পরিমাণগত ও গুণগত পরিবর্তন ঘটায়। ধনতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় পুঁজিপতি ও শ্রমিকশ্রেণির মধ্যে দ্বন্দ্বই সমাজতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার সম্ভাবনা সৃষ্টি করে।

(খ) পরিমাণগত পরিবর্তনের গুণগত পরিবর্তনে রূপান্তরের তত্ত্ব (The law of transformation of quantity into quality)

বস্তুর পরিবর্তন কেমন ভাবে ঘটে তার উত্তর পাওয়া যায় এই সূত্রের মাধ্যমে। এই তত্ত্ব অনুসারে বিশ্ব প্রকৃতির প্রতিটি বস্তু অবিরাম পরিবর্তন বা বিকাশের মধ্যে রয়েছে। কিন্তু বিকাশের অর্থ একটি চক্রাকার পরিবর্তন নয় বা একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি নয়। এ হল উন্নত থেকে 'উন্নততর' স্তরে বিকাশ, পূর্ববর্তী পরিমাণগত পরিবর্তনের অবস্থা থেকে উন্নততর গুণগত পরিবর্তনের অবস্থায় রূপান্তর।

(গ) নেতির নেতিকরণের তত্ত্ব (The law law of negation of negation)

নিছক নেতিকরণের স্বার্থে বস্তুর পূর্বাবস্থাকে অস্বীকার করা হয় না। এঙ্গেলস্ বলেছেন, নেতিকরণের অর্থ পুরোনোকে পুরোপুরি 'না' করে দেওয়া নয় । পুরাতন ব্যবস্থার যা কিছু গ্রহণীয়, রক্ষণীয় ও শ্রেষ্ঠ, তার সব কিছুকেই বহন ও গ্রহণ করে নতুন সৃষ্টির সাথে সংযুক্ত করা হয়। সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের মাধ্যমে পুঁজিবাদী ব্যবস্থাকে অস্বীকার বা ধ্বংস করা হয় আবার একই সঙ্গে ধনতান্ত্রিক সভ্যতা সাহিত্য, সংস্কৃতি, শিল্প ও বিজ্ঞানের জগতে যে অবদানগুলি রেখে গেছে সেগুলিকে সমাজতন্ত্র গ্রহণ বা স্বীকার করে নেয়। এইভাবে ধনতন্ত্রকে বর্জন করে এবংতার শ্রেষ্ঠ জিনিসগুলিকে গ্রহণ করে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব এমন এক নতুন ব্যবস্থার জন্ম দেয়, যা আগের ব্যবস্থার (পুঁজিবাদ) তুলনায় অনেকগুণে শ্রেষ্ঠতর।

দ্বন্দ্বের বিভিন্ন রূপ

- বৈর (antagonistic)
- অবৈর (non-antagonistic)
- অভ্যন্তরীণ (internal contradiction)
- বাহ্যিক (external contradiction)
- মুখ্য (basic)
- গৌণ (non-basic-এই

ধনতান্ত্রিক সমাজে পুঁজিপতি ও শ্রমিকশ্রেণির মধ্যে যে দ্বন্দ্ব সেটি হল বৈর দ্বন্দ্ব।

সমাজতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় যে দ্বন্দ্ব বিরাজমান, তার রূপ অধৈর ।

বস্তুর অন্তর্নিহিত পরস্পর বিরোধী শক্তিগুলির মধ্যে যে দ্বন্দ্ব তা হল অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব।

একটি বস্তুর সঙ্গে অপর একটি বস্তুর বা বস্তুর সঙ্গে পরিবেশের যে দ্বন্দ্ব তাকে বাহ্যিক দ্বন্দ্ব বলে।

ধনতান্ত্রিক সমাজে পুঁজিপতি ও শ্রমিকের মধ্যে দ্বন্দ্ব হল মুখ্য দ্বন্দ্ব ।

শ্রমিকের সঙ্গে কৃষকের অথবা ছোটো পুঁজিপতির সঙ্গে বড়ো পুঁজিপতির দ্বন্দ্বকে গৌণ দ্বন্দ্ব বলা হয়।

উপসংহার

দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদের উপরোক্ত সূত্রগুলি বস্তু জগতের গতি ও বিকাশকে বুঝতে সাহায্য করে। এ ছাড়া সমাজ পরিবর্তনের মূল উৎস, ঘটনার অভ্যন্তরীণ স্ববিরোধের মধ্যে নিহিত চালিকা শক্তি প্রভৃতিকেও প্রকাশ করে এই দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদ

দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদের গুরুত্ব প্রসঙ্গে এমিল বার্নস বলেন, "মানুষের যুগ যুগ ধরে সঞ্চিত জ্ঞানভাণ্ডার ও অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে গড়ে ওঠা দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদের সাহায্যে বিজ্ঞানের প্রতিটি ক্ষেত্রে সকল তথ্য নির্ভুলভাবে জানা সম্ভব হয়।

মরিস কনফোর্থ (Maurice Conforth) দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদকে 'কর্ম বা প্রয়োগের দর্শন (Philosophy of practice) বলে বর্ণনা করেছেন। বস্তুত দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদের আলোকে মানুষ সচেতনভাবে নিজেদের কর্মধারা পরিচালনা করতে সমর্থ হয়।

References

❖রাষ্ট্র ও রাজনীতি – প্রণব কুমার দালাল
❖আধুনিক রাষ্ট্র তত্ত্বের রুপরেখা – নিমাই প্রামানিক
❖আধুনিক রাষ্ট্রবিজ্ঞান – অনাদী কুমার মহাপাত্র

ধন্যবাদ